‘কবিতা বিকেল’ এর জন্মদিন এবং . . .

আনিসুর রহমান

চার বছর আগে সিডনীতে কবিতা ভালোবাসেন এমন গুটিকয় মানুষ জুন মাসের এক বিকেলে ঘরোয়া ভাবে একত্রিত হয়েছিলেন কবিতা পড়া এবং শোনার জন্য। সেই থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ‘কবিতা বিকেল’ নামটি। এটি কোন সংগঠন নয়। কিছু সম-মনা মানুষের আন্তরিক ভালোবাসার সংক্ষিপ্ত নাম। কথা ছিলো প্রতি মাসে একটি করে ঘরোয়া অনুষ্ঠান হবে কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠান হয়েছে কয়েক মাস পর পর। এসবই ঘরোয়া অনুষ্ঠান, শুধু প্রতি বছর জুন মাসে জন্মদিন উপলক্ষে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন তারা। তখন বড়সড় একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কোন অডিটোরিয়ামে। ৪র্থ জন্মদিন উপলক্ষে এমনি একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল গতকাল শনিবার (২৫/৬/২০১১) ল্যাকেম্বা’র সিনিয়ার সিটিজেন সেন্টারে।

ঘরোয়া অনুষ্ঠান, ঘরেই থাকুকনা, একে টেনে হিচড়ে মঞ্চে তোলার দরকার কি। ‘কবিতা বিকেল’ সম্পর্কে এমন একটি ভাবনা সবসময় আমার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু সেসব গত শনিবারের আগের কথা। হল ভর্তি মানুষ, শ্রদ্ধেয় আজাদ রহমানের উজ্জ্বল উপস্থিতি, ছন্দে ছন্দে চমৎকার গতিময় একটি উপস্থাপনা, আশীষ বাবলু’র পরিপাটি মঞ্চসজ্জা, প্রতিতীর সুরভাসা গান আর সিরাজুস সালেকিনের দরাজ কণ্ঠ – সব মিলিয়ে অপূর্ব একটি অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে কবিতা বিকেলের সম-মনা মানুষগুলি। কবিতা শুনতে এমন হল ভর্তি মানুষ শুধু আয়োজকদের নয় শ্রোতাদেরও অবাক করেছে। বসার জায়গার অভাবে পেছনে অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখেছে – অবাক না হয়ে উপায় কি।

ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মঞ্চের পর্দা সরে গেল। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখলেন ড. আব্দুর রাজ্জাক। মঞ্চে ডাকা হলো সন্ধ্যার প্রধান অতিথি প্রথিতযশা সুরকার

শ্রদ্ধেয় আজাদ রহমানকে। তার হাতে তুলে দেয়া হলো ‘কবিতা বিকেল’ এর উপহার। ৪র্থ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চারটি মোমবাতি জালিয়ে কবিতা পর্বের সূচনা করে দিলেন তিনি। এরপর আমরা ঢুকে গেলাম সুর এবং ছন্দের এক মায়াবী জগতে। কখনো সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা – অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে, কখনো অপু’র দরাজ গলায় – তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি। কখনো ছোট্ট মেয়ে স্নেহার মুখে – আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, কখনো তামিমার মিষ্টি গলায় – যশোর রোডের দু’ধারে বসত / বাঁশের ছাউনি, কাদামাটি জল। ছন্দার অপূর্ব আবৃত্তি, কথোপকতনের ফাকে ফাকে আফসানার সুললিত হাসি আর সব কিছু ছাপিয়ে শাকিলের কণ্ঠে মহা প্রলয়ের দামামা – আমি চিরদুর্ম, দুর্বিনীত নৃশংস। প্রীতির কণ্ঠে আল মাহমুদ জানিয়ে দিলেন – আমি না হয় পাখী হব পাখীর মত বন্য, মমতার কণ্ঠে হতাশা – তুমি আমার সর্বনাশ করেছো শুভংকর। জেসি বললো – এভাবেই জীবন ছোটনদীর মত ছুটে চলে, বাক নেয় কৈশরের কল্লোলিত মোহনায়। রাজন এর অভিযোগ – আমার কথা বোঝেনা কেউ পৃথিবীটাই বক্র। এ ভাবেই রুনু থেকে রাজন, রিমা থেকে সঞ্চয় সবাই মিলে জলের মত তরল একটি কবিতা রচনা করেছে মঞ্চে বসে - যা শান্ত ঢেউয়ের মত বেলাভূমির ওপরদিয়ে বহুদূর পর্যন্ত এসে ছুয়ে গেছে শ্রোতাদের অনুভূতিকে। ঘরের অনুষ্ঠান মঞ্চে আনার ব্যাপারে আমার এত দিনের সংশয় কোথায় যেন ভেষে গেল। যারা জানেন কিভাবে করতে হয় তারা অনেক কিছুই করতে পারেন।

তবে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের পরেও কোথায় যেন একটা কাটা বুকের ভেতর খচ খচ করে বিধেছে – সে কথা না লিখলে শান্তি পাচ্ছিনা। অনুষ্ঠানে বসে বার বার মনে হয়েছে আজ ছোট্ট দু’বোন আরিয়া আর আলাভী নেই কেন! দু’বছর আগে ওরা ছিল। এই কবিতা বিকেলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওরা সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল – তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায়? আজ বিলকিস রহমানের কবিতা শোনা হলোনা! অমিয়া মতিনের গান শোনা হলোনা! এত সুন্দরের মাঝে এত অপূর্নতা কেন! একটি যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেলে দারিপাল্লা বের করে কার কতখানি দোষ তা মেপে লাভ নেই। আমরা সবাই জিতে জেতে চাই। কিন্তু কিছু কিছু সময় আছে যখন শুধু ছোট ছোট ব্যাক্তিগত পরাজয় মেনে নিয়েই সমষ্টিকে জিতিয়ে দেয়া যায়। ‘কবিতা বিকেল’ এবং ‘কবিতার বিকেল’ এর সম-মনা মানুষদের সামনে আজ তেমনি একটি সময় উপস্থিত। আবারো লিখতে হচ্ছে - যারা জানেন কিভাবে করতে হয় তারা অনেক কিছুই করতে পারেন।